গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ চা বোর্ড

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৮-২০১৯

সূচিপত্র

১। রূপকল্প (Vision)

২। অভিলক্ষ্য (Mission)

৩। পরিচিতি:

৪। কৌশলগত উদ্দেশ্য:

৫। প্রশাসনিকসহ অন্যান্য কার্যক্রম:

৬। অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা:

৭। তথ্য অধিকার:

৮। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল:

৯। সিটিজেন চার্টার:

১০। মানব সম্পদ উন্নয়ন:

১। **রূপকল্প (Vision):** দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে রপ্তানির জন্য অধিক চা উৎপাদন।

২। **অভিলক্ষ্য (Mission):** চা বাগানের চা চাষযোগ্য জমি চিহ্নিতকরণ পূর্বক এর সর্বোচ্চ ব্যবহার করা, ক্ষুদ্র চা চাষে উৎসাহ প্রদান, চায়ের উৎপাদন বৃদ্ধি ও মানোন্নয়ন, চায়ের অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ ও চা রপ্তানির হারানো ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার।

৩। **পরিচিতি:** বাংলাদেশ চা বোর্ড একটি সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান। পাকিস্তান টি অ্যাক্ট-১৯৫০ এর অধীনে ১৯৫১ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন পাকিস্তান টি বোর্ড গঠন করা হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ০৪ জুন ১৯৫৭ সাল থেকে ২৩ অক্টোবর ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত তৎকালীন টি বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫৯ সালের ০৮ আগস্ট পাকিস্তান টি অ্যাক্ট-১৯৫০ বাতিল করে টি বোর্ড পরিচালনার লক্ষ্যে চা অধ্যাদেশ ১৯৫৯ জারী করা হয়। ১৯৭৭ সালে চা অধ্যাদেশ-১৯৫৯ বাতিল করে চা অধ্যাদেশ -১৯৭৭ জারী করা হয় এবং এ অধ্যাদেশের অধীনে বাংলাদেশ চা বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। ০১ আগস্ট ২০১৬ তারিখে এক গেজেটের মাধ্যমে চা অধ্যাদেশ-১৯৭৭ রহিত করে সরকার চা আইন-২০১৬ জারী করেন।

বাংলাদেশ সরকার তথা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষে এ দেশের চা শিল্পের উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব বাংলাদেশ চা বোর্ড পালন করে থাকে। চা বোর্ডের প্রধান কার্যাবলী নিম্নরূপ:

ক. চায়ের উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ।
খ. চায়ের আমদানি পরিবীক্ষন, রপ্তানি ও বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালনা করা।
গ. বিভিন্ন প্রকার চায়ের গুণগতমান নির্ধারণ করা এবং চা আস্বাদনের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
ঘ. চায়ের গুণগত মান উন্নয়নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
ঙ. চা আবাদ ও চা শিল্পে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষ গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ এবং সহায়তা করা।

৪। কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives):

ক. চা চাষ এলাকা সম্প্রসারণ ও চা উৎপাদনে সহায়তা প্রদান;
খ. চা বাগান পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন; এবং
গ. চা শিল্পের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও উন্নয়ন

৫। প্রশাসনিকসহ অন্যান্য কার্যক্রম:

- চা বোর্ড প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অংশগ্রহণে গত ২৬-২৭ জুলাই ২০১৮ তারিখ ০২ দিনব্যাপী ই-জিপি বিষয়ের উপর স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের ২ জন প্রশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে।
- স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৩ তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস-২০১৮ উপলক্ষে ১৫ আগস্ট ২০১৮ তারিখে বাংলাদেশ চা বোর্ডের প্রধান কার্যালয়ে এক আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়েছে। আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ চা বোর্ডের সম্মানিত চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল মো: জাহাঙ্গীর আল মুস্তাহিদুর রহমান, পিএসসি; সদস্য (অর্থ ও বাণিজ্য) জনাব মোহাম্মদ ইরফান শরীফ, সচিব জনাব মোহাম্মদ নুরুল্লাহ নূরী, উপসচিব, উপ-পরিচালকবৃন্দ এবং সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ। তাছাড়া বোর্ডের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান বিটিআরআই, পিডিইউ, টি রিসোর্ট ও প্রকল্প কার্যালয় এবং বাগানসমূহে অনুরূপ কর্মসূচীর মাধ্যমে যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি পালন করা হয়েছে।

- গত ১৬/০৯/২০১৮ খ্রি: তারিখ বাংলাদেশ চা বোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয়ের সভাপতিত্বে বোর্ড সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় গ্রাহকদের জন্য অনলাইনে চা লাইসেন্স সুবিধা এবং টি রিসোর্টের বাংলো বুকিং সিস্টেম চালু করা হয়েছে।
- চা ব্যবসা করার জন্য ব্যবসায়ীদেরকে বাংলাদেশ চা বোর্ড হতে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হয়। দীর্ঘদিন ধরে এ সকল লাইসেন্স ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে ইস্যু করা হতো। এতে গ্রাহকদের আরো ভোগান্তি হতো। সরকারের "ডিজিটাল বাংলাদেশ" রুপ রেখার বাস্তবায়নকল্পে এবং গ্রাহকদের দ্রুততম সময়ে সেবা প্রদানের নিমিত্তে বাংলাদেশ চা বোর্ড তার সেবার পরিধি সম্পূর্ণ অনলাইনে প্রদান করার জন্য গত ১৬/০৯/২০১৮ তারিখে অনলাইন টি লাইসেন্সিং সিস্টেম চালু করা হয়েছে। অনলাইন টি লাইসেন্সিং সিস্টেম চালুর ফলে বাংলাদেশ চা বোর্ডের সেবার মান দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রাহক এখন ঘরে বসেই www.tealicense.com.bd ওয়েবসাইটটি তে প্রবেশ করে চা ব্যবসায়ের খুচরা- পাইকারী, বিডার, ব্লেন্ডার, ব্রোকার, এক্স-গার্ডেন সেল, চা আমদানি ও রপ্তানির লাইসেন্সের জন্য আবেদন করতে পারছে এবং লাইসেন্স ইমেইলে পাচ্ছে। তাদেরকে চা বোর্ডে আসতে হচ্ছে না। এতে গ্রাহকদের অর্থ, সময় ও শ্রম সাশ্রয় হচ্ছে।
- গত ০৬/১০/২০১৮ তারিখ চট্টগ্রাম জিমনেসিয়াম মাঠে অনুষ্ঠিতব্য ৪র্থ জাতীয় উন্নয়ন মেলা-২০১৮- তে বাংলাদেশ চা বোর্ড সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।
- গত ২৬-২৭ অক্টোবর চা বোর্ড প্রধান কার্যালয়ে "সরকারি অফিসে নথি ও চিঠিপত্র উপস্থাপন কৌশল" বিষয়ক ২ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বাংলাদেশ চা বোর্ড প্রধান কার্যালয়ের ২১ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।
- বাংলাদেশ চা বোর্ডের ৮৬ তম বোর্ড সভা গত ০৫/১২/২০১৮ খ্রি: তারিখ চা বোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয়ের সভাপতিত্বে চা বোর্ড সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- গত ৩১ জানুয়ারী ২০১৯ তারিখ ফায়ার সার্ভিস অফিস হতে আগত ২ জন প্রশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ চা বোর্ড প্রধান কার্যালয়ে অগ্নিনির্বাপন কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়। চা বোর্ডের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ ০১ দিনের অগ্নিনির্বাপন প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেন।
- বাংলাদেশ চা বোর্ড এবং বাংলাদেশ চা বোর্ড নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট ও প্রকল্পউন্নয়ন ইউনিট এর সর্বমোট ২০ জন কর্মকর্তাকে Financial Management' বিষয়েবাংলাদেশ চা বোর্ড, প্রধান কর্যালয়ে ০৬-০৮ এপ্রিল' ২০১৯খ্রি. তারিখ পর্যন্ত ৩ (তিন) দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ০৮ এপ্রিল' ২০১৯ খ্রি: ইং তারিখে বাংলাদেশ চা বোর্ড নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার এর ব্ল্যাক টি ফ্যাক্টরীতে ২০১৯ সালের উৎপাদন প্রক্রিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে।
- বান্দরবান পার্বত্য জেলায় ক্ষুদ্র পর্যায়ে চা চাষ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এক্সটেনশন অব স্মল হোল্ডিং টি কাল্টিভেশন ইন চট্টগ্রাম হিল ট্রাক্টস প্রকল্প, বাংলাদেশ চা বোর্ডের আয়োজনে এবং জেলা প্রশাসন, বান্দরবান পার্বত্য জেলার পৃষ্টপোষকতায় ১০-০৪-২০১৯ খ্রি: তারিখে বর্ণাঢ্য র্যালী ও চা চাষে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যুগ্ম সচিব এবং বাংলাদেশ চা বোর্ডের সদস্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) জনাব মোঃ গোলাম মাওলা; বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বান্দরবান পার্বত্য জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, বান্দরবান হর্টিকালচার সেন্টারের উপ-পরিচালক, জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও বান্দরবান চা চাষী কল্যাণ সমবায় সমিতির সভাপতি। উক্ত র্যা লী কর্মশালায় সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বান্দরবান পার্বত্য জেলার

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক)। কর্মশালা শেষে নতুন-পুরাতন চা চাষীদের অংশগ্রহণে প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

- বাংলাদেশ চা বোর্ডের চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল মোঃ জাহাঙ্গীর আল মুস্তাহিদুর রহমান পিএসসি মহোদয় ১৫ এপ্রিল ২০১৯খ্রি. পঞ্চগড়স্থ মৈত্রী, করতোয়া, মরগেন ও স্যালীলান চা কারখানা, ক্ষুদ্র চা চাষির বাগান, নদার্ন বাংলাদেশ প্রকল্পের মাদারবুশ, ভিপি নার্সারী ও পেস্ট ম্যানেজমেন্ট ল্যাবরেটরী সরেজমিনে পরিদর্শন করেন।
- বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এর মাননীয় সচিব জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম ১৮ এপ্রিল, ২০১৯ খ্রি: তারিখ বাংলাদেশ চা বোর্ড, প্রধান কার্যালয় পরিদর্শন করেন।
- ১৮মে' ২০১৯ খ্রি. তারিখে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব মহোদয় জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম বিটিআরআই পরিদর্শনে আসেন। এ সময় তিনি বিজ্ঞানীবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করেন এবং মিনি টি ফ্যাক্টরী ও গ্রীন টি ফ্যাক্টরী পরিদর্শন করেন।
- বৃহত্তর পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, লালমনিরহাট, দিনাজপুর এবং নীলফামারী জেলায় ৫০০ (পাঁচশত) হেক্টর জমিতে চা চাষ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ৪৯৭.৬০ (চার কোটি সাতানব্বই লক্ষ ষাট হাজার) লক্ষ টাকা ব্যয় সাপেক্ষে ' Extension of Small Holding Tea Cultivation in Northern Bangladesh' শীর্ষক প্রকল্পটি গত ১০.১১.২০১৫ খ্রি: তারিখে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পের ৩য় বছরের কাজ চলমান রয়েছে। সর্বমোট বরাদ্দের বিপরীতে বিপরীতে জুন, ২০১৯ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৭৪.৫৩% এবং ভৌত অগ্রগতি ৬৮.৫৬%। ২০১৮-২০১৯ অর্থ-বৎসরে জুন, ২০১৯খ্রি: মাসের আর্থিক অগ্রগতি ৯.৪০% এবং ভৌত অগ্রগতি ২৪.৭২% (আরডিপিপি অনুসারে)।
- লালমনিরহাট জেলায় ১০০ হেক্টর জমিতে ক্ষুদ্রায়তন চা চাষ সম্প্রসারণের জন্য ৪৪৬.৮৯ লক্ষ টাকা ব্যয় সাপেক্ষে "Eradication of Rural Poverty by Extension of Small Holding Tea Cultivation in Lalmonirhat"-শীর্ষক প্রকল্পটি গত ১০/১১/২০১৫ কর্তৃক বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রকল্পের ০৪ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। ভৌত অগ্রগতি ৫৯.০৫% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৫১.০২%। ২০১৮-২০১৯ অর্থ-বৎসরে জুন, ২০১৯খ্রি: মাসের ভৌত অগ্রগতি ২৫.১৮ % এবং আর্থিক অগ্রগতি ২৫.১২% (আরডিপিপি অনুসারে)।
- পার্বত্য চট্টগ্রামে চা চাষ সম্প্রসারণ কাযক্রম চলমান রাখার জন্য ৯৯৯.৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয় সাপেক্ষে "Extension of Small Holding Tea Cultivation in Chittagong Hill Tracts"-শীর্ষক একটি নতুন প্রকল্প গত ১৯/০৬/২০১৬ তারিখে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রশাসনিক অনুমোদন হয়েছে। জুন, ২০১৯ খ্রি: মাসের আর্থিক অগ্রগতি ৯০.১৮% এবং ভৌত অগ্রগতি ৮৪.৫৯%। মোট বরাদ্দকৃত (৯৯৯.৩৫ লক্ষ) টাকার তুলনায় জুন, ২০১৯ খ্রি: পযর্ন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৫২.৪৪%। ৫ বছরের তুলনায় মে, ২০১৮ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ২৭.৮৫%।

৬। অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা:

- বাংলাদেশ চা বোর্ডের ওয়েবসাইটে 'অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা' সেবা বক্সে অভিযোগ দাখিলের জন্য 'অভিযোগ দাখিল' অপশনের মাধ্যমে (http://www.grs.gov.bd) যেকোন গ্রাহক তার সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দাখিল করতে পারবেন।

- বাংলাদেশ চা বোর্ডের দাপ্তরিক ই মেইলের মাধ্যমে অভিযোগ গ্রহণ করা হয় এবং অতি দ্রুততার সাথে সেসব অভিযোগগুলো নিষ্পত্তি করা হয়।

- বাংলাদেশ চা বোর্ডের ফেসবুক পেজ প্রস্তুত করা হয়েছে। অফিসিয়াল ফেসবুক পেজের মাধ্যমে অভিযোগ ও পরামর্শ গ্রহণ করা হয়। অতি দ্রুততার সাথে সেই সব অভিযোগগুলো নিষ্পত্তি করা হয় এবং ভোক্তা ও সাধারণ জনগনের মতামত গ্রহন করা হয়ে থাকে।

৭। তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ: বাংলাদেশ চা বোর্ডের তথ্য বাতায়ন (teaboard.gov.bd) নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে।

৮। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল: শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের নিমিত্ত সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের নৈতিকতা কমিটি গঠন করা হয় এবং উক্ত কমিটি কর্মপরিকল্পনার যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করেছে।

৯। সিটিজেন চার্টার: বাংলাদেশ চা বোর্ডের সিটিজেন চার্টার রয়েছে। সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে সেবা (অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি) প্রদান করা হচ্ছে। সেবা গ্রহীতাদের পরামর্শ অনুযায়ী ধারাবাহিকভাবে সেবার মান উন্নয়নে বাংলাদেশ চা বোর্ড সচেষ্ট রয়েছে।

১০। মানব সম্পদ উন্নয়ন: বাংলাদেশ চা বোর্ড ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের প্রশিক্ষণ কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষে দেশের অভ্যন্তরে ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের ৪৮৩২ ঘন্টা এবং ২য় শ্রেণীর কর্মচারীদের ৩১৪ ঘন্টা, ৩য় শ্রেণীর কর্মচারীদের ৩১০৮ ঘন্টা এবং ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের ১২১৮ ঘন্টা প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া বিদেশে ১০ জন ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা ৫০৮ ঘন্টা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।